হাতেকলমে চর্চা

এক রাজা ছিলেন। রাজা খুব প্রতাপশালী। তাঁর হাতিশালে হাতি ঘোড়াশালে ঘোড়া। লোক-লশকর, পাইক-বরকন্দাজে রাজপুরী একেবারে জমজমাট। মন্ত্রী অমাত্য, আর যত সভাসদ নিয়ে রাজা রোজ সিংহাসন আলো করে বসেন। রাজ্যপাট দেখেন আর অবসর সময়ে পারিষদবর্গের সঙ্গে নানা আলাপ-আলোচনা করেন, হাস্যপরিহাসও করেন। পাত্র ও মিত্র আর যত অমাত্যরা রাজার বড়ো অনুরাগী। রাজাকে খুশি করবার জন্য তাঁদের ব্যস্ততার সীমা নাই। রাজা হাসলে তাঁরা হাসেন, রাজা ভাবলে তাঁরা ভাবেন, রাজা দুঃখ প্রকাশ করলে তাঁরা ‘আহা’ ‘আহা’ করে কেঁদে উঠেন। একমাত্র বৃদ্ধ মন্ত্রীমশায়ই যা ব্যতিক্রম। প্রবীণ মন্ত্রী অতিশয় বিজ্ঞ ব্যক্তি। নানা দুরূহ ব্যাপারে রাজাকে উপযুক্ত পরামর্শ দেন। বয়সে প্রবীণ এবং বিজ্ঞ বলেই রঙ্গপরিহাসে বিশেষ একটা যোগ দেন না।

তা ছাড়া মন্ত্রী বড়ো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি ঈশ্বর-অন্ত প্রাণ।

১। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

(ক) গল্পে যে রাজার কথা বলা হয়েছে তিনি কীরূপ প্রকৃতির ছিলেন?

(খ) কারা রাজার অনুরাগী?

(গ) রাজাকে খুশি করার জন্য অমাত্যরা কী করেন?

(ঘ) মন্ত্রীমশায় রাজার সঙ্গে কীরূপ ব্যবহার করেন?

(ঙ) মন্ত্রীমশায়ের স্বভাব কেমন?

২। অনুচ্ছেদের ক্রম অনুযায়ী বন্ধনীর মধ্যে ক্রমিক সংখ্যা লিখে বাক্যগুলি সাজিয়ে দাও :

(ক) প্রবীণ মন্ত্রী অতিশয় বিজ্ঞ ব্যক্তি।

(খ) মন্ত্রী অমাত্য, আর যত সভাসদ নিয়ে রাজা রোজ সিংহাসন আলো করে বসেন।

(গ) রাজাকে খুশি করার জন্য তাঁদের ব্যস্ততার সীমা নেই।

(ঘ) রাজার হাতিশালে হাতি ঘোড়াশালে ঘোড়া।